সংস্কার ও নির্বাচন দুটিই হউক : নির্বাচনটা ঠিক কখন হবে রোডম্যাপ দিলেই দেশের মানুষ কেবল আশ্বস্ত হবে

শামসুল আলম,ঠাকুরগাঁও:: বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, এদেশের মানুষ তাদের নিজস্ব সরকার দেখতে চায়। বর্তমানে এমপি নাই, সমস্যা হলে কার কাছে যাবেন। এ জন্য আমরা বারবার করে বলছি, সংস্কারটাও হউক, নির্বাচনটাও হউক। নির্বাচনটা বাংলাদেশে খুব দরকার। এই কাজগুলো যদি আমরা না করতে পারি তাহলে হবে না। আমরা আশা করবো সরকারের শুভ বুদ্ধি উদয় হবে। তারা বলেছে যে, নির্বাচন ডিসেম্বর থেকে থেকে জুনের মধ্যে দেওয়ার চেষ্টা করবে। আমরা বলি এভাবে না বলে পরিস্কার করে বলেন নির্বাচনটা কখন হবে, রোডম্যাপ দেন। রোডম্যাপ দিলেই মানুষ আশ্বস্ত হবে। তিনি গতকাল সোমবার বিকেলে সদর উপজেলার জগন্নাথপুর ইউনিয়নের শেখ বাজার এলাকায় জনসমাবেশে উপরোক্ত কথা বলেন।

বিগত সরকারের কথা বলতে গিয়ে মির্জা ফখরুল বলেন, গত ১৫ বছরে আপনাদের সাথে আমার খুব কম দেখা হয়েছে, কারণ আপনারা সবাই জানেন, এই ১৫ বছর আমাদেরকে শান্তিতে থাকতে দেয়নাই। এ এলাকার একজন ভাই, তাকে ইতিমধ্যে ১৪ সালের নির্বাচনের সময় প্রায় ৯ জনকে হত্যা করা হয়েছিল। বড় খোচাবাড়ীতে আমাদের এক ভাইয়ের হাত কেটে নেওয়া হয়েছিল। ১৮ সালে নির্বাচনের সময় আমরা কেউ এ এলাকায় ঢুকতে পারিনি। তারা আমাদের গাড়িগুলি জ্বালিয়ে দিয়েছে, আমাদের রাস্তা গাছ ফেলে বন্ধ করে দিয়েছিল, যাতে করে আমরা আপনাদের কাছে আসতে পারি। নির্বাচন করতে না পারি। ওই নির্বাচনগুলিতে আপনরাও ভোট দিতে পারেননি। গত ১৫ বছরে আপনারা ভোট দিতে পারেনি, নতুন ছেলেরা তো পারেই নি। এই ১৫ বছরে আমাদের অনেক ক্ষতি হয়ে গেছে। আমাদের দেশের লক্ষ লক্ষ কোটি তারা বিদেশে পাচার করেছে। ব্যাংকগুলো লুট করেছে।

তিনি আরও বলেন, রাস্তাগুলো দিয়ে যাতায়াত করা যাচ্ছে না, এগুলোর নাম করে তারা অনেক টাকা নিয়ে চলে গেছে। বিএনপির যদি গন্ধ পেয়েছে

কোথাও তার চাকুরী হয়নি। ব্যবসা বানিজ্য হয়নি, চাকুরীর জন্য তারা লক্ষ লক্ষ টাকা ঘুষ দিতে হয়েছে। এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে দেশের যে কাঠামো ছিল, সুন্দর ব্যবস্থা ছিল সে ব্যবস্থাটা নষ্ট হয়ে গেছে। পরে এ দেশের মানুষ অস্থির হয়ে, জীবন দিয়ে তারা হাসিনাকে তাড়িয়েছে। আপনারা দেখেছেন মানুষ কোন কিছুকে ভয় পায়নি ওই দিনগুলিতে। তারা শুধু সামনের দিকে ছুটে গেছে। আপনাদের বিরুদ্ধেও অনেক মামলা হয়েছে, অনেকে জেলেও গেছেন। আপনাদের একমাত্র অপরাধ ছিল যে, আপনারা বিএনপি করেছেন। হাসিনা সরকার আমাদেরকে কাজ করতে দেয়নি।

হাসিনা জোর করে ক্ষমতায় থাকতে চেয়েছিল উল্লেখ করে মির্জা ফখরুল বলেন, আওয়ামীরীগ জোর করে ক্ষমতা ধরে রেখেছিল। ক্ষমতা ধরে রাখার জন্য সরকার যা করা দরকার তা করেছিল। সারা বাংলাদেশকে নিয়ে আমাদের কাজ করতে হয়, সে কারণে বেশি সময় পাই না আপনাদের মাঝে আসার। ঠাকুরগাঁওয়ের সাধারণ মানুষ ১৫ বছর উন্নয়ন থেকে বঞ্চিত হয়েছি। চাকুরী, কৃষকের ন্যায্য পাওনা থেকে, শ্রমিক ভাইয়ের পাওনা থেকে বঞ্চিত হয়েছি। আমরা যেটা করতে চাই, আগামীতে যদি আমরা নির্বাচিত হতে পারি আমরা সবার আগে নতুন কর্মসংস্থানের দিকে গুরুত্ব দিব। চাকুরীর দিকে গুরুত্ব দিব। আমাদের যুবক-তরুন ছেলে মেয়েরা যে চাকুরী পায়না তারা যেনো চাকুরী পায় সে ব্যবস্থা আমরা সবার আগে করবো। আসুন আমরা যাতে করে সকলের জন্য মানুষের জন্য কাজ করতে পারি সেই কামনা করি।

এসময় জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মির্জা ফয়সল আমীন, সহ-সভাপতি ওবায়দুল্লাহ মাসুদ, অর্থ সম্পাদক শরিফুল ইসলাম, সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি মো: আব্দুল হামিদ, সেচ্ছাসেবক দলের আহবায়ক মাসুদুল ইসলাম মুন্না, সদস্য সচিব কামরুজ্জামান কামু, যুবদলের সদস্য সচিব জাহিদ হাসান, জেলা ছাত্রদলের সভাপতি মো: কায়েসসহ বিএনপি-অঙ্গসংগঠনের নেতা-কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। এর পরে একই ইউনিয়নের বড় খোচাবাড়ীতে জনসভায় বক্তব্য দেন মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।